ইন্সটিশন
প্রকাশনা

নরসুন্দর মানুষ নির্মিত

ইয়াজিদি ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ

আবেদীন পুশকিন

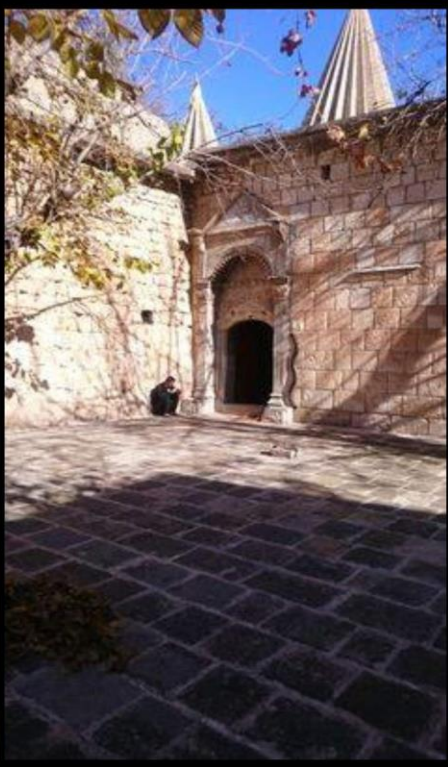

ইয়াজিদি ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ

আবেদীন পুশকিন

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

ইয়াজিদি ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ

আবেদীন পুশকিন

© আবেদীন পুশকিন
এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

প্রথম ইবুক প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ:
গুগোল ও তানবীনা জাহান-এর ছবি অবলম্বনে
নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Yazidi Dhormo O Dhormogrontho. by Abedin Pushkin

Istishon eBook
First eBook Published in **February, 2017**
Created by: NoroSundor Manush

উ ৎ স র্গ

প্রিয়মুখ

তাসনুভা জাহান লিজা

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

পূর্বপাঠ: **০৬**

মিশেফা রেশ: **১৬**

কিতাব আল জিলওয়া: **২৯**

২ টি প্রার্থনা: **৩৩**

পাদটীকা ও সহায়িকা: **৩৯**

শেষ পৃষ্ঠা: **৪৩**

পূর্বপাঠ

ইয়াজিদিরা পৃথিবীর অন্যতম নির্যাতিত ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। এরা মূলত কুর্দি ভাষাভাষী। ইরাকের কুর্দিস্তানে এদের বৃহদাংশের বাস হলেও তুরস্ক এবং সিরিয়ার কুর্দিস্তানেও তাদের আবাস রয়েছে। কুর্দিস্তানের বাইরে জার্মানি, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, রাশিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইয়াজিদির বাস রয়েছে। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা হবে ৭ থেকে ৯ লাখ।

সম্প্রতি এরা আবার আলোচনায় আসে 'ইসলামিক স্টেট'-এর গণহত্যার কারনে। গণহত্যার কারন 'ইসলামিক স্টেট'এর বিচারে এরা শয়তানের উপাসক। এর আগেও বিভিন্ন মুসলিম এবং খ্রিস্টিয়ান জাতি-সম্প্রদায় ইয়াজিদিদের গণহত্যার আগে এই বিবৃতি দেয়। মূলত ইয়াজিদিদের ঈশ্বর বিষয়ক ধারনা, মুসলিম বা খ্রিস্টিয়ানদের চেয়ে আলাদা। ইয়াজিদিদের সর্বোচ্চ ঈশ্বর মালিক তাউস। তার অপর নাম আযাযেল। মুসলিম এবং খ্রিস্টিয়ান লোককথা অনুসারে সে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবদূত শয়তান ইবলিশ। ইয়াজিদিদের মতে, আযাযেল ঈশ্বরেরই আরেক রূপ এবং স্বয়ং মহান ঈশ্বর। তিনি ছাড়াও আরও ছয়জন দেবদূত আছেন, যারা সবাই ঈশ্বর। বাকী ছয়জন দেবদূত ঈশ্বরও, মুসলিম ও খ্রিস্টিয়ান লোককথার সাথে সাংঘার্ষিক। ইহুদী, খ্রিস্টিয়ান এবং মুসলিমরা এদের কেবল দেবদূত ফেরেশতা মনে করে। ইয়াজিদি ধর্মমতে এরা সবাই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রকাশ। সেই হিসেবে ইয়াজিদিরা সপ্তেশ্বরবাদী। বাকী ছয়জন ঈশ্বরের নাম হলো- মালিক দারদেল, মালিক এস্রাফেল, মালিক মিয়াএল, মালিক আজ্রাএল, মালিক এম্মানেল এবং মালিক নুরেল। তবে এদের সবারই পুনর্জন্ম হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরনঃ

শুরুতে ঈশ্বর বাস করতেন মহাজাগতিক সমুদ্রে। তারপর তিনি একটি সাদা মুক্তো তৈরি করেন এবং সেই মুক্তোটি ভেঙে গেলে পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব তৈরির উপাদান বের হয়ে যায়। পৃথিবী তখন বসবাসের অনুপযুক্ত ছিলো। তারপর ঈশ্বর তার নিজস্ব রূপে তৈরি করেন মালিক তাউসকে। এবং তাকে তার জ্ঞান এবং ক্ষমতা দান করেন। মালিক তাউসকে সাহায্য করার জন্য সৃষ্টি করেন আরো ছয়জন দেবদূত ঈশ্বর। তারপর মালিক তাউস পৃথিবীতে আসেন ময়ূরের রূপে। ময়ূরের রঙে তিনি পৃথিবীকে ফুল এবং ফলে সাজান। প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো আত্মা ছাড়া। মালিক তাউস তাকে আত্মা দান করেন। তারপর তাকে পৃথিবীতে পাঠান এবং তাকে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দান করেন।

ইয়াজিদি বিভিন্ন সিম্বল সহ, সর্বোচ্চ ঈশ্বর মালিক তাউস

ইভের নিকট যাওয়ার পূর্বে আদমের একটি সন্তান হয়। পাত্রে পাওয়া যায় বলে তার নাম শাহিদ বিন জের। সে আদমের ৭২ পুত্রের মধ্যে অন্যতম। তখন থেকেই ইয়াজিদিরা পৃথিবীতে অবস্থান করছে। তারপর বাকী জাতিরা পৃথিবীতে আসে।

নোয়াহের বন্যার পর, ইয়াজিদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরে। দ্বিতীয় বন্যার পর ইয়াজিদিরা কুর্দিস্তানে বাস করতে আরম্ভ করে। ইয়াজিদিরা সুমেরীয়, ব্যবলনিয় এবং আশিরিয় সভ্যতা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। একাদশ শতকে মালিক তাউসের প্রতিনিধি মহান সাধক শেখ আদি বিন মুসাফির ইয়াজিদি ধর্মের সংস্কার করেন। তিনি মালিক তাউসের সংবিধান মানবজাতিকে প্রদান করেন, যেনো মৃত্যুর পর সবাই তার সাথে স্বর্গে যেতে পারে।

মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরঃ

মৃত্যুর পর মৃতদেহ ধৌত করা হয়। তারপর মৃতের মুখে শেখ আদির কবরের পবিত্র মাটি বা কাদা দেয়া হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব কবর দেয়া হয়। মৃতের মাথা পূর্ব দিকে রাখা হয়, মুখ উত্তর দিকে ফিরিয়ে রাখা হয়। মৃতদেহ কবরে নেয়ার সময় গান গাওয়া হয়, মৃত পুরুষ হলে তার স্ত্রী বা মা কে নাচতে হয়। ইয়াজিদিদের মতে, মৃত্যুর পর শেখ আদি বিন মুসাফির তাদের জন্য 'সিরাত' নামক পুলের উপর অপেক্ষা করবেন। তিনি সেখানে তাদের তিনটি প্রশ্ন করবেন। সে বিয়ে করছে কিনা, অ-ইয়াজিদি কারো সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেছে কিনা এবং নিজ বর্ণের বাইরে কারো সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেছে কিনা? উত্তরে খুশি হলে, তিনি তাকে নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবেন। সেখানে ইয়াজিদিরা বাস করবে উচ্চ-জীবন।

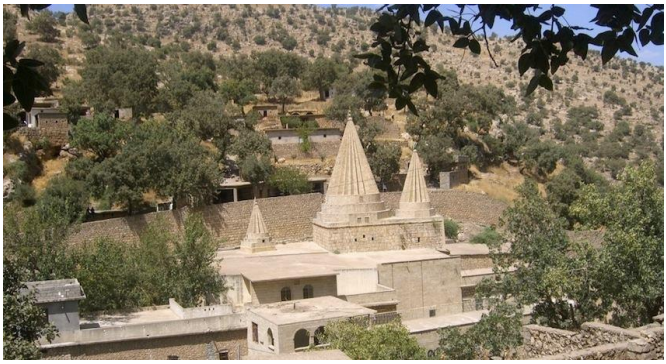

ইয়াজিদিদের পবিত্র তীর্থস্থান, লালিশ উপত্যকা এবং তাতে
শেখ আদি বিন মুসাফির এর কবর ও মাজার।

ইয়াজিদি ধর্ম অনুযায়ী স্বর্গ সাতটি এবং কোনো নরক নেই। প্রথমে ঈশ্বর সাতটি নরক তৈরি করেন। কিন্তু তারপর মালিক তাউস সাত হাজার বছর কাঁদেন এবং সেই কান্নার জলে নরকের আগুন নিভিয়ে দেন। তাই মানুষের জন্য কোনো নরক নেই। ইয়াজিদি ধর্মে নিজ পরিবারের বাইরে স্বর্গীয় ভাই-বোন গ্রহনের একটি আচার আছে। ইয়াজিদিদের মতে, মৃত্যু পরবর্তী জীবনে এই স্বর্গীয় ভাই-বোনেরা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে, স্বর্গে প্রবেশের আগ পর্যন্ত।

পুনর্জন্মঃ

ইয়াজিদি ধর্মে মৃত্যুকে তুলনা করা হয় পোষাক পরিবর্তনের সাথে। এক পোষাক নষ্ট হয়ে গেলে যেমন মানুষ পোষাক পরিবর্তন করে নতুন পোষাক পরিধান করে, তেমনি দেহের উপযোগ শেষ হয়ে গেলে মৃত্যুর মাধ্যমে দেহের পরিবর্তন করে আত্মা নতুন দেহ ধারন করে। এবং প্রত্যেক প্রাণেরই পুনর্জন্ম হয়। যেমন ইয়াজিদি ধর্মমতে মহান ঈশ্বর মালিক তাউসের পবিত্র প্রকাশ হয়েছিলো শেখ আদি বিন মুসাফিরের মধ্যে। বাকী ছয়জন ঈশ্বরেরও প্রকাশ হয়েছিলো ইয়াজিদি ধর্মের আরও ছয়জন শেখের মধ্যে। এবং এই সাতজন শেখই ঈশ্বরের পবিত্র প্রকাশ হিসেবে, ইয়াজিদিদের নিকট পূজিত হয়। ইয়াজিদি ধর্মমতে আত্মা একটি নির্দিষ্ট পবিত্রতার স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত পুনর্জন্ম ঘটতে থাকে।

বর্ণপ্রথাঃ

ইয়াজিদি ধর্মে বর্ণপ্রথা বিদ্যমান। ঈশ্বর ইয়াজিদিদের সাতটি বর্ণ তৈরি করেন। বর্ণপ্রথা এখনও ইয়াজিদি ধর্মে মান্য করা হয়। নিজ বর্ণের বাইরে বিয়ে করা নিষেধ। এবং বর্ণদের কাজ ভাগ করে দেয়া আছে। ইয়াজিদি ধর্মের বর্ণগুলো হলো- ১. মির, ইয়াজিদি যুবরাজ। এরা সরাসরি ইয়াজিদের বংশধর হিসেবে ইয়াজিদের সিংহাসনে বসেন। দেশে এবং বিদেশে এরা মালিক তাউসের প্রতিনিধি। ২. শেখ, এরা শেখ আদি বিন মুসাফিরের বংশধর হিসেবে এই বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করেন। শেখ আদির

নিজের সন্তান না থাকায় তার ভাতিজা এবং বাকী ছয়জন শেখের বংশধররাই এখন শেখ। এরা ইয়াজিদিদের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক গুরু। শেখদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাকে বাবা শেখ বলা হয়। ধারনা করা হয়, তাদের বিভিন্ন রোগের নিরাময় ক্ষমতা আছে। ৩. পির, এরা আদি বিন মুসাফিরের ৪২ জন শিষ্যের বংশধর। কুর্দি ভাষায় 'পির' শব্দের মানে বয়স্ক। ইয়াজিদি সমাজে এরা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতা হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন। বিবাহ, মৃত্যু এবং অন্যান্য সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের দ্বায়িত্ব থাকে এদের। ৪. ফকির, এরা প্রধান পুরোহিত শ্রেণী। এরা শেখ আদির আলোয় আলোকিত ধারনা করা হয়। ৫. কাওয়াল, এরা গায়ক এবং বাদক শ্রেণী। ইয়াজিদি অনুষ্ঠান এবং জমায়েতে এরা ঈশ্বরের স্তবগান গায়। ৬. চাক, এরা লালিশ উপত্যকায় অবস্থিত ঈশ্বরের পবিত্র ঘর এবং শেখ আদির কবরের রক্ষক। প্রথম তিন বর্ণ থেকেও যে কেউ চাক হতে পারে। ৭. মুরিদ, এরা সাধারণ ইয়াজিদি। সংখ্যায় এরাই সবচেয়ে বেশী।

ইয়াজিদি নারীঃ

ইয়াজিদি ধর্মগ্রন্থে নারীদের যতটুকু স্বাধীনতা দেয়া আছে, তার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ইয়াজিদি সমাজ নারীদের দিয়েছে। নারীদের ব্যাপারে পুরাতন ধর্মীয় বিধান এখন আর ইয়াজিদি সমাজে মানা হয় না। ইয়াজিদি নারীরা এখন সম্পত্তির ভাগ পেতে পারে। নারীদের বিক্রি করে দেয়া এখন ইয়াজিদি সমাজে নিন্দনীয়।

নববর্ষ উপলক্ষে আলোক প্রজ্জ্বলন উৎসব

ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও গত যিশুশতকে ইয়াজিদি আমির এবং বাবা শেখরা এই সিদ্ধান্ত নেন যে; এই বিধান পুরাতন বিধায়, এগুলো আর ইয়াজিদি সমাজ অনুশীলন করবে না। ধর্মগ্রন্থ যেহেতু অপরিবর্তনশীল তাই বিধানগুলো গ্রন্থে রয়ে গেছে।

ইয়াজিদি ধর্মগ্রন্থঃ

ইয়াজিদিদের দুইটি ধর্মগ্রন্থ, একটি মিশেফা রেশ বা বাংলায় 'কালো গ্রন্থ' এবং অপরটি কিতাব আল জিলওয়া বা 'প্রতিভাসের গ্রন্থ'। ধারনা করা হয় দুটি গ্রন্থই ১১-১২ যিশুশতকে রচিত, কিন্তু ইয়াজিদিদের বিশ্বাস, পৃথিবী সৃষ্টির পরপরই মিশেফা রেশ লেখা হয়েছিলো। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রথম গ্রন্থ। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারনা মতে, কিতাব আল জিলওয়া, ইয়াজিদি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আদি বিন মুসাফির কর্তৃক ১১ যিশুশতকে রচিত এবং মিশেফা রেশ তার পরবর্তী শতকে শেখ আদির বিভিন্ন অনুসারী কর্তৃক রচিত। মিশেফা রেশ গ্রন্থে বিশ্বসৃষ্টি, মহান সাত ঈশ্বর, ইয়াজিদিদের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এবং কিতাব আল জিলওয়া গ্রন্থে ইয়াজিদিদের সাথে ঈশ্বর মালিক তাউসের বিশেষ সম্পর্ক এবং বিশ্বাসীদের আরাধনার কথা বিবৃত হয়েছে।

পবিত্রস্থান ও উপাসনাঃ

ইয়াজিদিদের নিকট সবচেয়ে পবিত্রস্থান হলো লালিশ উপত্যকা। লালিশ উপত্যকা ইয়াজিদিদের আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক কেন্দ্রবিন্দু। মালিক তাউস পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই স্থানেই নেমে আসেন। তখন থেকেই এই স্থান পবিত্র। লালিশে রয়েছে শেখ আদি বিন মুসাফিরের কবর এবং ইয়াজিদিদের পবিত্র উপাসনাগৃহ। উপাসনাগৃহে প্রবেশের পথে একটি জলাশয় আছে। এর নাম আজ্রাএলের হ্রদ। এর পরই আছে শেখ হাসানের কবর। এর পর শেখ আদির কবর। এবং সেখানে আছে একটি পবিত্র স্বচ্ছ জলের ঝর্ণা। যে জলে ইয়াজিদি শিশুদের দীক্ষা প্রদান করা হয়। লালিশের বাইরেও জল পাত্রে করে নিয়ে যাওয়া হয় দীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে।

শেখ হাসানের কবরে ইয়াজিদি প্রার্থনা

ইয়াজিদিদের জন্য দিনে পাঁচ বার উপাসনা নির্দিষ্ট। উপাসনাকে বলা হয় 'নিভেযা'। পাঁচবার উপাসনার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। ভোর, সূর্যোদয়, দুপুর, বিকাল এবং সূর্যাস্ত; এই পাঁচ সময় নিভেযা পালন করতে হয়। তবে বেশিরভাগ ইয়াজিদি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এই দুই সময় নিভেযা পালন করে। সূর্য থাকলে, সূর্যের দিকে মুখ করে উপাসনা করতে হয়। সূর্য না থাকলে, লালিশের দিকে মুখ করে উপাসনা করতে হয়। এবং উপাসনা অবশ্যই গোপনে করতে হয়। ইয়াজিদিরা বাহিরের কোনো অভ্যাগতের সামনে উপাসনা করে না।

ইয়াজিদিদের নিকট পবিত্র প্রাণী হিসেবে স্বীকৃত- মেষ। তারা মেষ হত্যা করেনা এবং মেষের মাংসও খায় না। মেষ হত্যা করা নিষেধ। একই সাথে ময়ূর হত্যা করাও নিষেধ। কারন, মালিক তাউস ময়ূরের রূপেই অবস্থান করেন।

উৎসব ও অনুষ্ঠানঃ

সারস্সিয়ে, ইয়াজিদি নববর্ষ; ইয়াজিদিদের সবচেয়ে বড় সামাজিক এবং ধর্মীয় উৎসব। সারস্সিয়ে শব্দের উৎস কুর্দি শব্দ 'সার এ সাল' অর্থাৎ বছরের মাথা। এপ্রিল মাসের

প্রথম বুধবার এই উৎসব হয়। এই বুধবারকে বলা হয় লাল বুধবার। এটা সেই দিন যেদিন মালিক তাউস প্রথম পৃথিবীতে এসেছিলেন। রংধনুর সাত রঙে ডিম রঙিন করা নববর্ষের অংশ। মহিলারা রঙিন ডিম এবং লাল ফুল দরজার সামনে রাখে। নববর্ষে মৃতদের সম্মানে ভোজ রাখা হয়। মহিলারা খাবার পাত্র নিয়ে কবর পরিদর্শন করেন। ইয়াজিদিরা নববর্ষে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন, একে অপরের বাসায় যান এবং উপহার প্রদান করেন। নববর্ষ ইয়াজিদিদের দিনব্যাপী উৎসব।

নববর্ষ উপলক্ষে রঙ্গিন করা ডিম। ডিম রঙ্গিন করা নববর্ষ উৎসবের অংশ

নববর্ষের পর ইয়াজিদিদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব জয়ঝান্ডার প্রদর্শনী। সাতজন ঈশ্বরের প্রতীক সাতটি জয়ঝান্ডা। কিন্তু এর মধ্যে পাঁচটি জয়ঝান্ডা ১৮৯২ যিশুসনে তুর্কী মুসলিমরা নিয়ে গেলে আর দুইটি ইয়াজিদিদের নিকট রয়ে যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি মালিক তাউসের, সবচেয়ে সম্মানীয়, শেখানি জয়ঝান্ডা। জয়ঝান্ডা কাওয়ালদের তত্ত্বাবধানে থাকে। উৎসবের সময় জয়ঝান্ডাগুলো ইয়াজিদি গ্রাম থেকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়, পরিদর্শনের জন্য। তখন গান গাওয়া হয়। সাধারণ ইয়াজিদিরা জয়ঝান্ডায় চুমু খেয়ে আমিরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

এরপর সবচেয়ে বড় উৎসব ‘সাত দিনের পার্বণ’। তখন ইয়াজিদিরা লালিশ উপত্যকায় তীর্থযাত্রা গমন করেন। সাতদিন ব্যাপী ভোজনোৎসব হয় এবং পঞ্চম দিন

ষাঁড় বলি দেয়া হয়। এই সাতদিন ইয়াজিদি শিশুদের লালিশের স্বচ্ছঝর্ণার জল দ্বারা দীক্ষা প্রদান করা হয়।

নববর্ষ উপলক্ষে আলোক প্রজ্জ্বলন উৎসব

অক্টোবরের শুরুতে এই উৎসব হয়। এছাড়া রয়েছে তিন দিনের উপবাস। দিনে উপবাস করা হয় এবং রাতে উৎসব হয়। এই উপবাস উৎসব হয় ডিসেম্বরে। এছাড়া ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি বলিদান উৎসব হয়। তখন ইয়াজিদিদের বাবা শেখ ভেড়া বলি দান করেন। ঈশ্বরের নিকট ইব্রাহীমপুত্রের বলিদান চেষ্টার স্মরণে এই উৎসব হয়।

গণহত্যাঃ

ইয়াজিদিদের ইতিহাস গণহত্যার ইতিহাস। সর্বশেষ ইসলামিক স্টেট এর গণহত্যার আগে সাদ্দাম হুসাইনের আমলেও ইয়াজিদিরা বাস্তুচ্যুত হয়। এর আগে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কী মুসলিম এবং আর্মেনীয় খ্রিস্টিয়ানরা ইয়াজিদিদের হত্যা করে। এরও আগে ১৯০৬ যিশুসনে তুর্কীরা শেখ আদির কবরকে একটি মাদ্রাসায় পরিণত করে। এর আগে ১৮৯২ যিশুসনে, অটোমান গভর্নর ওমর পাশা ইয়াজিদিদের তিনটি শর্ত দেন। হয় মুসলিম হও, অথবা জিজিয়া দাও, অথবা খুন হও। প্রায় পনের হাজার ইয়াজিদিকে হত্যা করা হয়। লালিশ উপত্যকায় সাত বছর তীর্থযাত্রা বন্ধ থাকে। এভাবে পত্তনের শুরু থেকেই ইয়াজিদিরা গনহত্যার মুখোমুখি হয়।

শেখ আদি বিন মুসাফির এর কবরের প্রবেশদ্বার

আরব, তুর্কী, কুর্দি অথবা মুসলিম বা খ্রিস্টিয়ান নির্বিশেষে ইয়াজিদিদের হত্যা করতে চায়। ইয়াজিদিদের গণহত্যার কারন, মালিক তাউসের প্রতি তাদের বিশ্বাস। আর এখনো ইয়াজিদিদের পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রেখেছে, মালিক তাউসের প্রতি তাদের বিশ্বাস।

মিশেফা রেশ

প্রারম্ভে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন সফেদ মুক্তো, তার সর্বোত্তম বহুমূল্য সত্ত্বা থেকে। তিনি আরও সৃষ্টি করলেন অঙ্গার নামক একটি পাখি। সফেদ মুক্তোটিকে তিনি পাখিটির পিঠে রাখলেন, এবং সেখানে বাস করতে থাকলেন চল্লিশ হাজার বছর। প্রথম দিন, রবিবার, ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন মালিক আযাযেল, এবং তিনিই হলেন মালিক তাউস, সকলের প্রধান। সোমবার তিনি সৃষ্টি করলেন মালিক দারদেল, এবং তিনিই শেখ হাসান। মঙ্গলবার তিনি সৃষ্টি করলেন মালিক এস্রাফেল, এবং তিনিই শেখ শামস-আদ-দিন। বুধবার তিনি সৃষ্টি করলেন মালিক মিয়াএল, এবং তিনিই শেখ আবু বকর। বৃহস্পতিবার তিনি সৃষ্টি করলেন মালিক আজ্রাএল, এবং তিনিই সাজাদ-আদ-দিন। শুক্রবার তিনি সৃষ্টি করলেন মালিক এম্মানেল, এবং তিনিই নাসির-আদ-দিন। শনিবার তিনি সৃষ্টি করলেন মালিক নুরেল, এবং তিনিই ফাহর-আদ-দিন। এবং তিনি মালিক তাউসকে তাদের সকলের উপর শাসনকর্তা করলেন।

ইয়াজিদি বিভিন্ন সিম্বল সহ, সর্বোচ্চ ঈশ্বর মালিক তাউস

তারপর ঈশ্বর তৈরী করলেন সাত বেহেশত, পৃথিবী, সূর্য এবং চন্দ্রের গঠন। কিন্তু ফাহর-আদ-দিন সৃষ্টি করলেন মানুষ এবং প্রাণী, পাখি এবং পশু। তিনি তাদের সকলকে তার জামার পকেটে রাখলেন এবং ফেরেশতা পরিবেষ্টিত মুক্তো থেকে বাহিরে আসলেন। তখন তিনি মুক্তোর দিকে উচ্চঃস্বরে চিৎকার করলেন। অতঃপর সফেদ মুক্তোটি ভেঙে চার টুকরো হয়ে গেলো, এবং এটির মধ্যস্থিত জল বের হয়ে সমুদ্রে পরিণত হলো। পৃথিবী গোল ছিলো এবং আলাদা ছিলো না। তখন তিনি সৃষ্টি করলেন জিব্রাএলকে এবং পাখির প্রতিকৃতিকে। তিনি জিব্রাএলকে প্রেরণ করলেন চারটি কোনা ঠিক করতে। তিনি একটি জলযানও তৈরী করলেন এবং সেখানে অবস্থান করলেন ত্রিশ হাজার বছর। তারপর তিনি আসলেন এবং লালিশ পর্বতে বাস করতে থাকলেন। তখন তিনি পৃথিবীর জন্য কাঁদলেন এবং সমুদ্র সঙ্কুচিত হলো এবং ভূমি প্রকাশিত হলো, কিন্তু এটি নড়তে শুরু করলো। এই সময় তিনি জিব্রাএলকে নির্দেশ দিলেন সফেদ মুক্তোর দুইটি খন্ড নিয়ে আসতে, একটিকে তিনি স্থাপন করলেন পৃথিবীর নিচে, অন্যটি স্থাপন করলেন বেহেশতের দরজায়। তিনি তখন সেখানে স্থাপন করলেন সূর্য এবং চন্দ্র, সফেদ মুক্তোর টুকরো টুকরো ভগ্নাংশ থেকে সৃষ্টি করলেন তারকারাজি; যাদের তিনি বেহেশতে ঝুলিয়ে দিলেন গহনা হিসেবে। পৃথিবীর গহনা হিসেবে তিনি আরো সৃষ্টি করলেন ফল-বহনকারী বৃক্ষ এবং ঝোপঝাড় এবং পর্বতসমূহ। তিনি আচ্ছাদনের উপর রাজত্ব সৃষ্টি করলেন। তখন মহান ঈশ্বর বললেন- 'হে ফেরেশতাগণ, আমি আদম এবং ইভকে সৃষ্টি করবো, এবং আদমের সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করবো শাহিদ বিন জের কে এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীতে শুরু হবে একটি আলাদা সমাজের, ওইটা আযাযেলের, ওইটাই মালিক তাউসের, যেটা ইয়াজিদিদের অংশ।' তারপর তিনি সিরিয়াদেশ থেকে শেখ আদি বিন মুসাফিরকে পাঠালেন, এবং তিনি আসলেন এবং বাস করতে থাকলেন লালিশ পর্বতে। তখন ঈশ্বর নেমে আসলেন কালো পর্বতে। চিৎকার করতে থাকলেন, তিনি সৃষ্টি করেছেন ত্রিশ হাজার মালিক, এবং তাদের ভাগ করেছেন তিনটি ভাগে। তারা তাকে আরাধনা করেছে চল্লিশ হাজার বছর। যখন তিনি তাদের মালিক তাউসের কাছে পাঠিয়েছেন,

তারা তার সাথে বেহেশতে আরোহন করেছে। এই সময় প্রভু নেমে আসলেন পবিত্র ভূমিতে, এবং জিব্রাএলকে নির্দেশ দিলেন, পৃথিবী সৃষ্টির চারটি উপাদানই তার কাছে নিয়ে আসতে; মাটি, বাতাস, আগুন এবং জল। তিনি সৃষ্টি করলেন এবং তার নিজস্ব সত্ত্বার শক্তি এর মধ্যে দিলেন এবং এটার নাম রাখলেন আদম।

ঈশ্বর মালিক তাউস ও আদম।

ঈশ্বর মালিক তাউসের কাছে পাপ স্বীকার করছেন আদম। পাশে জ্ঞানবৃক্ষ

তখন তিনি জিব্রাএলকে নির্দেশ দিলেন বেহেশতে আদমের সহচর হওয়ার জন্য, এবং তাকে বলতে বললেন যে- 'সে সমস্ত গাছ থেকেই খেতে পারবে, পারবেনা কেবল গম।' এখানে আদম একশত বছর ছিলো। অতঃপর মালিক তাউস ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'কিভাবে আদম বংশবৃদ্ধি করবে এবং তার উত্তরসূরী তৈরী করবে, যদি তাকে শষ্য খেতে নিষেধ করা হয়?' ঈশ্বর জবাব দিলেন- 'আমি এই সমস্ত বিষয় তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি।' অতঃপর মালিক তাউস আদমের নিকট গেলেন এবং বললেন- 'তুমি কি শষ্য খেয়েছো?' সে জবাব দিলো- 'না। ঈশ্বর আমাকে নিষেধ

করেছেন।' মালিক তাউস জবাব দিলেন এবং বললেন- 'শষ্য খাও এবং এর মধ্যেই তোমার সমস্ত মঙ্গল নিহিত।' তখন আদম শষ্য ভক্ষণ করলো এবং সাথেসাথেই তার পেট স্ফীত হতে শুরু করলো। কিন্তু মালিক তাউস তাকে বাগানে ছেড়ে দিলেন এবং সঙ্গ পরিত্যাগ করে বেহেশতে উর্দ্ধোত্তিত হলেন। কিন্তু আদমের সমস্যা হচ্ছিলো। কারন তার পেট স্ফীত হচ্ছিলো, কিন্তু তার কোনো বহির্গমন ছিলো না। অতঃপর ঈশ্বর তার নিকট একটি পাখি পাঠালেন, যেনো সে তার মলদ্বারে ঠোকর দিয়ে একটি বহির্গমন পথ তৈরী করতে পারে, এবং আদম পরিত্রান পায়।

তারপর জিব্রাএল আদম থেকে একশত বছর দূরে থাকলেন। এবং আদম দুঃখিত হলো এবং কাঁদতে থাকলো। তখন ঈশ্বর জিব্রাএলকে নির্দেশ দিলেন, আদমের বাম কাঁধের নিচ থেকে ইভকে সৃষ্টি করতে। ইভ এবং সমস্ত প্রাণীদের সৃষ্টি করার পর এটা অতিক্রমের নিকটবর্তী হলো। আদম এবং ইভ এই প্রশ্নে পরস্পর ঝগড়া করতে থাকলো যে কার কাছ থেকে মানবজাতি সর্বপ্রথম বিকশিত হবে। প্রত্যেকেই আশা করতে থাকলো সেই মানবজাতির একমাত্র পূর্বসূরী হবে। যে ঘটনার পর্যবেক্ষণে তাদের এই ঝগড়ার সূত্রপাত সেটা হলো, প্রাণীদের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই তাদের নিজস্ব প্রজাতির বংশবিস্তারের উপাদান। দীর্ঘ আলোচনার পর আদম এবং ইভ সম্মত হলো এই- প্রত্যেকে তাদের বীজ একটি পাত্রে রাখবে, এটি বন্ধ করবে, এবং নিজস্ব সীল দিয়ে আলাদা মোহর এটে দিবে। এবং নয় মাস অপেক্ষা করবে। অপেক্ষার কাল পূর্ণ হবার পর যখন তারা পাত্রগুলো খুললো, আদমের পাত্রে তারা দুইটি শিশু পেলো, পুরুষ এবং স্ত্রী। এরপর এই দুইজন থেকেই আমাদের অংশ, ইয়াজিদিরা অবতীর্ন হলো। ইভের পাত্রে তারা কিছুই পেলো না, কেবল দূর্গন্ধ ছড়ানো পঁচা কীট ছাড়া। এবং ঈশ্বর আদমের জন্য দুগ্ধবোঁটা তৈরী করে দিলেন যেনো সে তার পাত্রের শিশুদের বাহিরেই প্রতিপালন করতে পারে। এটাই হলো কারন, কেনো পুরুষ জাতির দুগ্ধবোঁটা আছে।

এরপর আদম ইভের কাছে গেলো এবং সে দুইটি সন্তান জন্ম দিলো, পুরুষ এবং স্ত্রী। এবং তাদের মধ্য থেকে ইহুদী, খ্রিস্টিয়ান, মুসলিম এবং অন্যান্য জাতি এবং অংশরা অবতীর্ন হলো। কিন্তু আমাদের প্রথম পিতারা হলেন- শেথ, নোয়াহ এবং এনোখ; যারা ন্যায়নিষ্ঠ পাপমুক্ত, যারা কেবলমাত্র আদম থেকে অবতীর্ন।

এটা চলে যাবার পর একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্বের আরম্ভ হলো। স্ত্রীলোকটি পুরুষলোকটিকে তার স্বামী হিসেবে অস্বীকার করাই দ্বন্দ্বের কারন। পুরুষলোকটি স্ত্রীলোকটিকে তার স্ত্রী হিসেবে দাবী করা পরিত্যাগ করেনি। যাই হোক, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়েছিলো, আমাদের অংশের একজন ন্যায়পরায়ন লোকের মাধ্যমে। যিনি আদেশ জারি করেছিলেন, প্রত্যেক বিয়ের অনুষ্ঠানে, অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ড্রাম এবং বাঁশি অবশ্যই বাঁজাতে হবে, যেনো একজন পুরুষলোক এবং একজন স্ত্রীলোকের বিবাহ বৈধভাবে সম্পন্ন হয়।

তারপর মালিক তাউস নিচে পৃথিবীতে নেমে এলেন আমাদের অংশের জন্য, প্রাচীন আশিরিয়ার রাজাদের পাশাপাশি, আমাদের জন্য একদা সৃষ্টি করলেন এবং নিয়োগ দিলেন রাজাদের। নিসরোখ, যিনি নাসির-আদ-দিন; কামুশ, যিনি মালিক ফাহর-আদ-দিন; এবং আরতামিস, যিনি মালিক শামস-আদ-দিন। তারপর আমাদের ছিলো দুইজন রাজা, শাপুর প্রথম এবং দ্বিতীয়, যারা শাসন করেছিলো একশত পঞ্চাশ বছর; এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের আমীরেরা তাদের বীজ থেকেই অবতীর্ণ। কিন্তু আমরা চারজন রাজাকে ঘৃণা করি।

পৃথিবীতে খ্রিস্ট আসার পূর্বে আমাদের ধর্ম ছিলো পৌত্তলিকতা। আমাদের মধ্যে রাজা ছিলেন রাজা আহাব। এবং আহাবের ঈশ্বরের নাম ছিলো বেলজেবাব। এখনকার দিনে আমরা তাকে ডাকি পির বাব। ব্যবিলনে আমাদের একজন রাজা ছিলেন, যার নাম ছিলো বাখত নাসের; অপরজন ছিলো পারস্যে, যার নাম ছিলো আহুর। এবং অন্য আরেকজন ছিলেন কনস্ট্যান্টিপোলে, যার নাম ছিলো এগ্রিকুলাস। ইহুদি,

খ্রিস্টিয়ান, মুসলিম এবং এমনকি পারসিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তারা আমাদের পরাভূত করতে ব্যর্থ হয়, কারন তাদের বিরুদ্ধে আমরা দেখিয়েছিলাম প্রভুর সক্ষমতা। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন প্রথম এবং শেষ বিজ্ঞান। এবং তার শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি হলো-

বেহেশত এবং পৃথিবীর পূর্বে, ঈশ্বর সমুদ্রে অবস্থান করতেন, যেমনটা আমরা তোমাদের পূর্বে বলেছি। তিনি তৈরী করেছিলেন একটি জলযান এবং ভ্রমন করছিলেন- কুনসিনিয়াতোফ সমুদ্রে, যেনো তিনি নিজে নিজেই আনন্দ করতে পারেন। তারপর তিনি সৃষ্টি করেন সফেদ মুক্তো এবং তার উপর রাজত্ব করেন চল্লিশ বছর। তারপর তিনি মুক্তোর উপর রাগ হন এবং একে আঘাত করেন, এবং তিনি বিস্মিত হন, এর কান্না থেকে পর্বতসমগ্রকে তৈরি হতে দেখে। পর্বতসমগ্র নিজস্ব মহিমায় বিকশিত হয় এবং বেহেশত তার ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়। তখন ঈশ্বর বেহেশতে উদিত হন, এটাকে সঙ্কুচিত করেন এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেন কোনো খুঁটি ছাড়াই। তারপর তিনি ভূমিকে বন্ধনমুক্ত করেন এবং হাতে কলম নেন, তার সমগ্র সৃষ্টির বয়ান লেখার জন্য।

প্রারম্ভে তিনি তার নিজস্ব সত্ত্বা এবং নিজের আলো থেকে সৃষ্টি করেন ছয়জন ঈশ্বর। এবং তাদের সৃষ্টি যেনো এক আলো থাকে অন্য আলোর সৃষ্টি। এবং ঈশ্বর বললেন- 'এখন আমি উচ্চস্থানগুলো সৃষ্টি করেছি, তোমাদের মধ্যে একজন সেখানে যাও এবং সেখানে কিছু সৃষ্টি করো।' অতঃপর দ্বিতীয় ঈশ্বর সেখানে উদিত হলেন এবং সৃষ্টি করলেন সূর্য। তৃতীয়জন চন্দ্র, চতুর্থজন বেহেশতের গম্বুজ, পঞ্চমজন সকালবেলার তারকা, ষষ্ঠজন বেহেশত এবং সপ্তমজন দোজখ। তারপর তারা সৃষ্টি করেছেন আদম এবং ইভ, যেমনটা আমরা তোমাদের পূর্বে বলেছি।

এবং জেনে রাখো, নোয়াহের বন্যার পাশাপাশি এই পৃথিবীতে আরও একটি বন্যা হয়েছিলো। এরপর আমাদের অংশ, ইয়াজিদিরা অবতীর্ণ হলো নওমি থেকে, যিনি

একজন সম্মানিত ব্যাক্তি, শান্তির রাজা। আমরা তাকে ডাকি মালিক মিরন। অন্য অংশরা অবতীর্ণ হলো হাম থেকে, যে তার পিতাকে অবজ্ঞা করতো। জাহাজটি নিশ্চল হয় আইন-সিফনি নামক গ্রামের নিকটে, মসুল থেকে পাঁচ পারাসাং দূরে। প্রথম বন্যার কারন ছিলো আমরা ভিন্ন বাকিদের ছলনা; ইহুদি, খ্রিস্টিয়ান, মুসলিম এবং অন্যান্যরা, যারা আদম এবং ইভ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলো। অপরদিকে আমরা, কেবলমাত্র আদম থেকেই অবতীর্ণ হয়েছি, যা ইতিমধ্যেই বিবৃত। দ্বিতীয় বন্যা এসেছিলো আমাদের, ইয়াজিদিদের উপর। জল বাড়তে শুরু করলো এবং জলযান চলতে আরম্ভ করলো। এটি সিনজার পর্বতের কাছাকাছি এসে জলমগ্ন চড়ায় আক্রান্ত হলো এবং একটি পাথরখণ্ডে বিদ্ধ হলো। একটি সাপ নিজেকে পিঠার মতো পাকিয়ে নিলো এবং গর্ত বন্ধ করলো। তারপর জলযানটি চলতে শুরু করলো এবং জুদি পর্বতে এসে নিশ্চল হলো।

তারপর সাপেদের প্রজাতিরা সংখ্যায় বেড়ে গেলো এবং মানুষ এবং প্রাণীদের কামড়াতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পরলো এবং তাদের পুড়িয়ে ফেলা হলো, এবং তাদের ছাই থেকে সৃষ্টি করা হলো পতঙ্গসমূহ। বন্যার সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সাত হাজার বছর। প্রত্যেক হাজার বছরে সাতজন ঈশ্বরের একজন বিধান, সংবিধান এবং আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবতীর্ণ হন এবং তারপর পুনরায় ফিরে যান তার অধিবাসে। এখন যেমন, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করছেন, যেনো আমরা প্রত্যেক প্রকার পবিত্র ভূমির সন্ধান পাই। এই শেষ সময়ে ঈশ্বর আমাদের মাঝে বেশি সময় যাবত বাস করছেন; অন্যান্য ঈশ্বরদের চেয়ে, যারা তার পূর্বে এসেছিলেন। তিনি তার সন্তদের নিশ্চিত করেন। তিনি কুর্দি ভাষায় কথা বলেন। এমনকি তিনি ইশমাইলিয়দের নবী মহাম্মদকেও আলোকিত করেন, যার মুয়াবিয়া নামক একজন অনুগত ছিলো। যখন ঈশ্বর দেখলেন মহাম্মদ তার উপর আর ন্যায়নিষ্ঠ নেই, তিনি তাকে মাথাব্যাথা দ্বারা পীড়িত করলেন। তখন নবী তার অনুগতকে বললেন মাথা মুণ্ডন করে দেয়ার জন্য, কারন মুয়াবিয়া জানত কিভাবে

মুণ্ডন করতে হয়। সে তার কর্তাকে তড়িঘড়ি করে মুণ্ডন করে এবং সেখানে কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিলো। ফলস্বরুপ সে তার মাথা কেটে ফেলে এবং রক্তাক্ত করে। এবং ভয় পায় যে রক্ত মাটিতে পতিত হবে, তাই মুয়াবিয়া সেটা জিহ্বা দিয়ে চুষে নেয়। অতঃপর মহাম্মদ জিজ্ঞাসা করে- 'মুয়াবিয়া, তুমি কি করছো?' সে জবাব দেয়- 'আমি আপনার রক্ত আমার জিহ্বায় ধারন করেছি, কারন আমি ভয় পেয়েছিলাম তা ভূমিতে পতিত হবে।' তখন মহাম্মদ তাকে বললো- 'তুমি পাপ করলে, হে মুয়াবিয়া; তুমি তোমার জন্য একটি জাতিকে নির্দিষ্ট করে নিবে, তুমি আমার অংশকে অস্বীকার করবে।' মুয়াবিয়া উত্তর দিলো এবং বললো- 'তাহলে আমি এই পৃথিবীতে প্রবেশ করবোনা। আমি বিয়ে করবো না।'

কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঈশ্বর মুয়াবিয়ার নিকট একটি বিছে পাঠান, যা তাকে কামড়ায়; তার মুখে বিষক্রিয়ার ছাপ ফুটে উঠে। ডাক্তাররা তাকে মৃত্যুর পূর্বে বিয়ে করার জন্য বলেন। এটা শুনে, তিনি সম্মতি দেন। তারা তার জন্য আশি বছর বয়স্কা একজন বৃদ্ধ মহিলাকে নিয়ে আসেন, যেনো সে কোনো শিশুর জন্ম দিতে না পারে। মুয়াবিয়া তার স্ত্রীকে জানতো; এবং সে সকালবেলা পঁচিশ বছর বয়সী কোনো পূর্ণ যুবতীর মতো হয়ে গেলো, মহান ঈশ্বরের ক্ষমতাবলে। এবং সে সন্তানসম্ভবা হলো এবং জন্ম দিলো আমাদের ঈশ্বর ইয়াজিদকে। কিন্তু বিদেশী সুত্রে এই ঘটনাকে অস্বীকার করা হয়, বলা হয় আমাদের ঈশ্বর এসেছেন বেহেশত থেকে; মহান ঈশ্বর কর্তৃক ঘৃণিত এবং বিতাড়িত। এই কারনে তারা তাকে তিরস্কার করে। এই কারনে তারা পাপ করে, পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু আমরা ইয়াজিদিরা; এটা বিশ্বাস করি না, কারন আমরা জানি যে তিনি পূর্বোল্লিখিত সাতজন ঈশ্বরের একজন। আমরা জানি তার ব্যাক্তিরূপ এবং তার প্রতিকৃতিরূপ। এটি একটি মোরগের আকার, যা তিনি ধারন করেন। আমাদের মধ্যে কেউ তার নাম উচ্চারন করার অধিকার রাখে না, বা যা কিছু তার নামের উচ্চারনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যেমন- এইতেন, আইতেন, আর, আত এবং এই রকম আরও। না আমরা উচ্চারন করতে পারবো মালন বা লানত বা

নাল বা অন্যান্য শব্দ, এই একই রকম আওয়াজের। তার সম্মানের জন্য এই সমস্তই আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। একই সাথে হাস বাদ দেয়া হলো। আমরা এটা খাই না, কারন এটার উচ্চারন আমাদের নবীপত্নি হাসিয়ার মতো। মাছ নিষিদ্ধ, নবী যোনাহের সম্মানে। অনুরূপভাবে হরিন, কারন হরিন আমাদের চারজন নবীর একজনের পবিত্র মেষ। ময়ূর নিষিদ্ধ আমাদের শেখ এবং তার শিষ্যদের জন্য, আমাদের মালিক তাউসের উদ্দেশ্যে। একই সাথে লাউ বাদ দেয়া হলো। দাঁড়িয়ে থাকা জল অতিক্রম করা নিষেধ; অথবা জনগণের রীতি অনুযায়ী বসে পোষাক পরিবর্তন করা অথবা বসে পায়খানায় যাওয়া অথবা বসে গোসল করাও নিষেধ। যাই হোক, এর বিরুদ্ধে যে যাবে সেই ধর্মদ্রোহী। এখন অন্যান্য অংশরা- ইহুদি, খ্রিস্টিয়ান, মুসলিম এবং অন্যরা, এই সব বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়; কারন তারা মালিক তাউসকে অপছন্দ করে। অতঃপর, তিনি না তাদের শিক্ষা দেন, না তাদের নিকটবর্তী হন। কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন; আমাদের প্রদান করেন তার মতবাদ, বিধান এবং ঐতিহ্য; উত্তরাধিকারের মতো তার সমস্ত কিছু, যেমন প্রদান করেন পিতা পুত্রকে। তারপর মালিক তাউস ফিরে যান বেহেশতে।

সাতজন ঈশ্বরের একজন তৈরি করেন জয়ঝান্ডা এবং সেগুলো জ্ঞানী শোলোমোনকে প্রদান করেন। তার মৃত্যুর পর আমাদের রাজারা সেগুলো গ্রহন করেন। এবং যখন আমাদের ঈশ্বর, অমার্জিত ইয়াজিদ জন্মগ্রহণ করেন, পবিত্র নিষ্ঠার সাথে তিনি জয়ঝান্ডাগুলো গ্রহন করেন এবং আমাদের অংশের নিকট সম্প্রদান করেন। উপরুন্তু, তিনি কুর্দি ভাষায় দুইটি গান বিন্যস্ত করেন যা জয়ঝান্ডা প্রদান অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়; যেগুলো অতি প্রাচীন এবং সুগ্রহনযোগ্য। গানের মর্মার্থ হচ্ছে এই রকম- ঈর্ষান্বিত ঈশ্বরের প্রতি হালেলুইয়া।

যখন তারা এগুলো গাইবে, তারা জয়ঝান্ডার আগে যাবে খঞ্জনী এবং বাঁশি সহ। জয়ঝান্ডাগুলো আমাদের আমিরদের সাথে থাকবে, যারা বসে আছেন ইয়াজিদের সিংহাসনে। যখন এগুলো দেয়া হবে, কাওয়ালরা জড়ো হবে আমিরের সাথে, এবং

মহান প্রধান, শেখের সাথে; যিনি শেখ নাসির-আদ-দিনের প্রতিনিধি; তিনিই নিসরোখ, প্রাচীন আশিরিয়ার দেবতা। তারা জয়ঝান্ডাগুলো পরিদর্শন করবে। তারপর তারা জয়ঝান্ডা প্রদান করবে, এটির নির্দিষ্টস্থানের একজন কাওয়ালের তত্ত্বাবধানে। একজন হালাতানিয়া'তে, একটি আলেপ্পোতে, একটি রাশিয়াতে এবং একটি সিনজারে। জয়ঝান্ডাগুলো চারজন কাওয়ালকে দেয়া হবে চুক্তির ভিত্তিতে। তাদের পাঠানোর পূর্বে, তাদের নিয়ে যাওয়া হবে শেখ আদির কবরে, যেখানে তাদের গ্রহণ করা হবে গান এবং নাচের দ্বারা। এরপর প্রত্যেক চুক্তিভুক্ত, শেখ আদির কবর থেকে নিয়ে নিবে ধূলার বোঝা। তারা এগুলো ছোটো বলের মতো করবে, প্রত্যেকটি বাদামের আকারে এবং এগুলো বহন করবে জয়ঝান্ডার পাশাপাশি; তাদের জন্য দেয়া হবে আশীর্বাদস্বরূপ। যখন সে কোনো শহরে পৌঁছাবে, সে তার পূর্বে একজন ক্রন্দনকারীকে পাঠাবে যেনো কাওয়াল এবং তার জয়ঝান্ডা শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করতে লোকজনকে প্রস্তুত করতে পারে। প্রত্যেকে উত্তম জামা পরিধান করে বাহিরে আসবে, বহন করবে ধূপ। মহিলারা চিৎকার করবে একসাথে গাইবে আনন্দপূর্ণ গান। কাওয়াল লোকজনের দ্বারা আপ্যায়িত হবে, সেখানে সে থামবে। বাকীরা তাকে প্রদান করবে রৌপ্যনির্মিত উপহার, প্রত্যেকে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী।

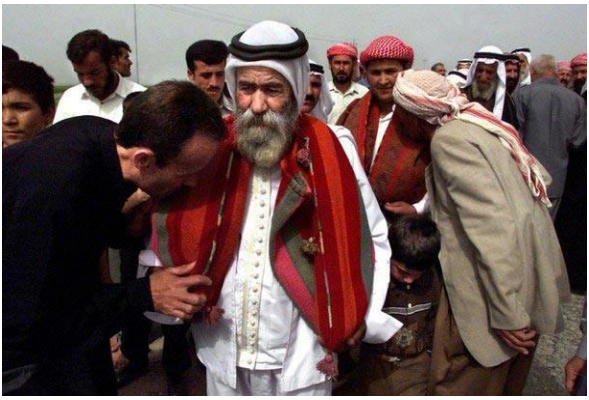

জয়ঝান্ডার প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে কাওয়ালদের গায়ে ঝোলানো জয়ঝান্ডার প্রতি ইয়াজিদিদের সম্মান প্রদর্শন

এই চারটি জয়ঝান্ডা ছাড়াও, আরও তিনটি আছে, সব মিলিয়ে সাত। ওই তিনটি পবিত্র স্থানে রাখা আছে সুস্থতার উদ্দেশ্যে। যাই হোক, তাদের মধ্যে দুইটি আছে শেখ আদির সাথে, এবং তৃতীয়টি আছে বাহাজানিয়ে গ্রামে, যা কিনা মসুল থেকে চার ঘণ্টার দূরত্বে। প্রতি চার মাস পরপর ওই কাওয়ালরা ভ্রমণ করবে। তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই ভ্রমণ করবে আমিরের প্রদেশ। তারা ভ্রমণ করবে নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে, প্রত্যেক বছর আলাদা। প্রতিবার বেরিয়ে যাওয়ার আগে, ভ্রমণকারী অবশ্যই নিজেকে পরিষ্কার করে নিবে সুম্মাক দ্বারা তৈরি অম্লজল দ্বারা এবং নিজেকে লেপে নিবে তৈল দ্বারা। সে অবশ্যই কক্ষে থাকা প্রতিটি প্রতিমার সামনে বাতিদান করবে। এটাই হচ্ছে জয়ঝান্ডা অধিকারে থাকার বিষয়ে আইন।

আমাদের নতুন বছরের প্রথম দিনকে বলা হবে- সারস্লিয়ে অর্থাৎ বছরের শুরু। এটা আসবে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের বুধবারে। এই দিনে প্রত্যেক পরিবারে অবশ্যই থাকবে মাংস। ধনবানরা অবশ্যই হত্যা করবে ভেড়া অথবা ষাঁড়; গরীবেরা অবশ্যই হত্যা করবে মুরগী অথবে অন্য কিছু। ওইগুলো রান্না হবে রাতে, সকালটি বুধবার, নববর্ষের দিন। দিবসের বিরতির পর এই খাবার হবে আশীর্বাদপূর্ণ। বছরের প্রথম দিনে কবরগুলোতে ভিক্ষে দিতে হবে, যেখানে মৃতদের আত্মারা শুয়ে আছে।

এখন মেয়েরা, বড় এবং ছোট, ফুলের মাঠে একত্রিত হবে লাল রঙের প্রত্যেক জাতের ফুল সংগ্রহ করার জন্য। তারা এগুলো গুচ্ছাকারে তৈরি করবে এবং তারপর তিনদিন রেখে দিবে। তারা সেগুলো দরজায় ঝুলিয়ে রাখবে, ঘরের জীবিত লোকেদের ঈশ্বরে আনুগত্যের প্রতীক স্বরূপ। সকালবেলা সমস্ত দরজা লালপদ্ম দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে। কিন্তু মহিলারা গরীব এবং দুস্থলোকেদের খাওয়াবে, যারা অতিক্রম করবে এবং যাদের খাবার নেই। কিন্তু কাওয়ালদের জন্য; তারা শেখের কবরের চারপাশে ঘুরবে, খঞ্জনী বাজাবে এবং কুর্দি ভাষায় গান গাইবে। এই রকম করার জন্য তারা অর্থগ্রহণে স্বত্ববান হবে। পূর্বোল্লিখিত সারস্লিয়ের দিনে আনন্দের কোনো বাদ্য বাজানো যাবে না। কারন ঈশ্বর তার সিংহাসনে বসে থাকেন এবং

বৎসরের জন্য নিয়তি নির্ধারণ করেন। এবং সমস্ত জ্ঞানীদের নির্দেশ দেন তার নিকট আসার জন্য। এবং যখন তিনি তাদেরকে বলেন, তিনি সঙ্গীত এবং প্রার্থনার সাথে পৃথিবীতে আসতে চান; তারা জেগে উঠেন এবং তার উপর আনন্দ করেন এবং প্রত্যেকে এই উল্লাসের দিনে ভিড় করেন। তখন ঈশ্বর তার নিজস্ব সীল দিয়ে তাদের মোহর এঁটে দেন। এবং মহান ঈশ্বর এই মোহরাঙ্কিত সিদ্ধান্ত, যে ঈশ্বর নিচে আসেন তার কাছে দেন। উপরন্তু, তিনি; তার নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা তাকে প্রদান করেন। অভুক্ত থাকা এবং প্রার্থনা করার চেয়ে ভাল কাজ করা এবং উদার দানশীলতাকে ঈশ্বর পছন্দ করেন। অভুক্ত থাকার চেয়ে উত্তম যেকোনো প্রতিমার আরাধনা করা; যেমন- সাজাদ-আদ-দিন অথবা শেখ শামস-আদ-দিনের। কিছু সাধারণ লোক চল্লিশ দিনের অভুক্তির শেষে একজন চাককে ভোজনোৎসবে আমন্ত্রন করে, সেটা গ্রীষ্মেই হোক বা শীতে। যদি সে চাক বলে, এই আতিথেয়তা ছিল জয়ঝান্ডার প্রতি ভিক্ষেস্বরূপ, সে তার অভুক্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। যখন এটা অতিবাহিত হবে, তখন বাৎসরিক খাজনাসংগ্রাহকরা তাকে খুঁজে পাবে এবং সে তার খাজনা পুরোপুরি পরিশোধ করে নি; তারা তাকে অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আঘাত করবে এবং কখনো মৃত্যু পর্যন্ত। জনগণ চাকদের অর্থ প্রদান করবে রোমান সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, এবং এটাই এই অংশকে বৎসরের মানুষের ক্রোধ থেকে বাঁচাবে।

প্রত্যেক শুক্রবার প্রতিমার সামনে নৈবেদ্য হিসেবে উপহারের ডালা দিতে হবে। এই সময়, একজন সেবক কোনো চাকের বাড়ির ছাদ থেকে জনগণকে উচ্চস্বরে ডাকবে। বলবে, এটা দৈববাণী ঘোষণাকারীর পক্ষ থেকে ভোজনোৎসবের ডাক। সবাই ভক্তি এবং সম্মানের সাথে শুনবে, এবং এটা শোনার পর, প্রত্যেকে ভূমিতে এবং পাথরে চুম্বন করবে; যেটা সে করবে স্নেহ সহ।

এটা আমাদের আইন যে কোনো কাওয়াল তার চেহারায় ক্ষুর স্পর্শ করাবে না। বিবাহের ব্যাপারে আমাদের আইন এই যে, বিবাহের সময় একটি পাউরুটি নেয়া হবে

কোনো চাকের বাড়ি থেকে এবং এটি বর এবং কনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে; প্রত্যেকে অর্ধেক খাবে। যাই হোক, আশীর্বাদের রুটির পরিবর্তে তারা শেখ আদির কবরের ধূলাও খেতে পারবে। এপ্রিল মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ, কারন এটি বছরের প্রথম মাস। যাই হোক, এই বিধান, কাওয়ালদের জন্য প্রযোজ্য নয়, তারা এই মাসে বিবাহ করতে পারবে। সাধারণ লোকেরা অনুমতি পাবেনা কোনো চাকের কন্যাকে বিবাহ করার জন্য। প্রত্যেকে তার নিজস্ব বর্ণ থেকে স্ত্রী বাছাই করবে। কিন্তু আমাদের আমির স্ত্রী বাছাই করতে পারবেন, যাকে তার পছন্দ হবে তাকে। একজন সাধারণ লোক বিবাহ করতে পারবে, দশ থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত; সে একজন মহিলার পর আরেকজন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে, এক বছরকাল ব্যবধানের পর। বরের বাড়ি যাত্রার প্রাক্কালে যতোগুলো প্রতিমাপূর্ণ মন্দির অতিক্রম করতে হয়, কনে তার সবগুলোই পরিদর্শন করবে; এমনকি সে যদি কোনো খ্রিস্টিয়ান গির্জাও অতিক্রম করে, সে অবশ্যই একই রকম পরিদর্শন করবে। বরের বাড়িতে পৌঁছানোর পর, বর অবশ্যই তাকে ছোটো কোনো পাথর দিয়ে আঘাত করবে, সে অবশ্যই তার কর্তৃত্বের অধীনে, এটা বোঝানোর জন্য। উপরন্তু, একটি পাউরুটি তার মাথার উপর ভাঙা হবে যেনো সে অবশ্যই গরীব এবং অভাবগ্রস্থদের ভালোবাসে। কোনো ইয়াজিদি রাতে তার স্ত্রীর সাথে ঘুমাতে পারবেনা, যার পরদিন বুধবার এবং যার পরদিন শুক্রবার। যে এই প্রত্যাদেশের সাথে সংঘাতপূর্ণ কোনো কাজ করবে, সেই ধর্মদ্রোহী। যদি কোনো ব্যক্তি চুরি করে নিয়ে যায়, তার প্রতিবেশীর স্ত্রী, অথবা তার সাবেক স্ত্রী, অথবা তার সাবেক স্ত্রীর বোন বা মা; সে পণ দিতে বাধিত হবে না। কারন সে তার হাতের লুণ্ঠিত বস্তু। কন্যারা পিতার সম্পদের উত্তরাধিকার হতে পারবে না। একজন যুবতী মেয়েকে বিক্রয় করা যেতে পারে, যেমন এক একর ভূমি বিক্রয় করা যায়। যদি সে বিবাহিত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তখন সে অবশ্যই তার নিজেকে মুক্ত করবে; তার এবং তার হাতের শ্রম থেকে উপার্জিত অর্থ, তার পিতাকে পরিশোধ করার মাধ্যমে।

কিতাব আল জিলওয়া

অধ্যায় ১

আমি ছিলাম, যেমন আছি, এবং যার কোনো শেষ নেই। আমি কর্তৃত্ব বিস্তার করি সমস্ত সৃষ্টির উপর এবং সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উপর, যারা আমার সত্ত্বার নিরাপত্তার নিচে অবস্থান করছে। এই মহাবিশ্বে এমন কোনো জায়গা নেই, যে জায়গা আমার উপস্থিতির অজানা। আমি সমস্ত ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করি, যেখানে কোনো মন্দকে ডাকা হয় না; কারন তাদের প্রকৃতি এই রকম নয়, যেমনটা তারা মনে করে। প্রত্যেক কালের রয়েছে নিজস্ব ব্যবস্থাপক, যারা আমার বিধান অনুসারে ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই দপ্তর পরিবর্তনশীল; এই পৃথিবীর শাসনকর্তা এবং তার প্রধানেরা তাদের নির্দিষ্ট দপ্তরের দ্বায়িত্ব থেকে অব্যহতি পেতে পারেন। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নিজস্ব দফা। আমি প্রত্যেককে অনুমতি দেই তার নিজস্ব প্রকৃতির আদেশ অনুসরণ করার জন্য, কিন্তু যদি কেউ আমাকে অস্বীকার করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাপূর্ণ অনুশোচনা। কোনো ঈশ্বরের অধিকার নেই আমার ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করার, এবং আমি এমন অনুজ্ঞা সূচক শাসন তৈরি করেছি যেনো সবাই সমস্ত ঈশ্বরের আরাধনা থেকে সংযত থাকে। তাদের সমস্ত বই, যা তাদের দ্বারা পরিবর্তিত হয় নি, এবং তারা সেগুলো থেকে পতিত হয়েছে, যদিও সেগুলো লিখিত হয়েছিলো নবী এবং প্রেরিত পুরুষ দ্বারা। এই কারনে দেখা যায় তারা পরস্পরকে দোষী করছে এবং তারা সচেষ্ট হচ্ছে অপরকে ভূল প্রমান করতে, এমনকি তাদের বই ধ্বংস করে দিতে। সত্য এবং মিথ্যা আমার নিকট প্রকাশিত। যখন কেউ প্রলোভিত হয়, আমি আমার চুক্তি তাকে দেই যেনো সে আমার উপর বিশ্বাস রাখে। উপরন্তু আমি দক্ষ পরিচালকদের পরামর্শ দেই, যে আমি তাদের

নিয়োগ দিয়েছি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যা কেবল আমার জ্ঞাতের অধীন। আমি মনে রাখি সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপ এবং আমি তাদের সম্পাদন করি যথার্থ সময়ে। আমি শিক্ষা দেই এবং পথপ্রদর্শন করি তাদের, যারা আমার নির্দেশনা মান্য করে। যদি কেউ আমাকে মান্য করে এবং আমার প্রত্যাদেশে সম্মত হয়, তার জন্য রয়েছে আনন্দ, আলোকিত পরম আনান্দ এবং সর্বত মঙ্গল।

অধ্যায় ২

আমি পরিশোধ করি আদমের উত্তরসূরীদের, এবং বিভিন্ন পুরষ্কারে তাদের পুরস্কৃত করি, যা কেবল আমিই জানি। উপরন্তু, এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার উপর কেবল আমারই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব। যা কিছু উপরে এবং যা কিছু অভ্যন্তরে, উভয়ই আমার হাতে। আমি অনুমতি দেই না অন্য লোকেদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগীতার। না আমি তাদের বঞ্চিত করি, যা আমার নিজস্ব তা থেকে। এবং তারা যেনো আমাকে মান্য করে, তাদের ভালো কিছুর জন্য। আমি আমার নির্দিষ্ট কার্যকলাপ তার হাতে দেই যাকে আমি ইচ্ছা করি, এবং যে আমার ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাদের জন্য কতিপয় পদ্ধতি প্রদর্শন করি, যারা বিশ্বাসী এবং আমার আদেশের অধিনস্ত। আমি প্রদান করি এবং ফেরত নেই, আমি ধনী করি এবং নিঃস্ব করি, আমি সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই কারন। এবং আমি এগুলো করি প্রত্যেক যুগের চরিত্র পালন করার জন্য। এবং কারো নূন্যতম অধিকার নেই, আমার কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করার। যারা আমাকে অমান্য করে, আমি তাদের ব্যধি দিয়ে উৎপীড়ন করি। তা ছাড়াও আদমসন্তানেরা মৃত্যুবরণ করবে, যা আমি কখনো করবোনা। কেউ এই পৃথিবীতে আমার পূর্বনির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশী বাঁচবে না। এবং যদি আমি ইচ্ছা করি, আমি একজনকে দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বার এই পৃথিবীতে পাঠাতেও পারি; অথবা অন্য কোথাও, আত্মার পুনর্জন্মের মাধ্যমে।

অধ্যায় ৩

আমি কোনো আলোকিত গ্রন্থ ছাড়াই সরলপথ প্রদর্শন করি। অদেখা বিষয়েও আমি আমার প্রিয় এবং মনোনীতদের সরলপথে পরিচালনা করি। আমার সমস্ত শিক্ষা সবসময় এবং সবপরিস্থিতিতে সহজে গ্রহণযোগ্য। আমি তাদের শাস্তি দেই অন্য জগতে, যারা আমার ইচ্ছার বিপরীতে কাজ করে। এখন আদমসন্তানেরা জানে না, বর্তমান অবস্থায় কি হতে যাচ্ছে। ভূমির সমস্ত পশু, আকাশের সমস্ত পাখি এবং সমুদ্রের সমস্ত মাছ আমার নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমস্ত গুপ্তধন এবং গুপ্তবিষয় আমার জ্ঞাত। এবং যেমনটা আমি ইচ্ছা করি, আমি একজনের কাছ থেকে নিয়ে নেই এবং অপর একজনকে সম্প্রদান করি। আমি আমার বিষয়গুলো তাদের নিকট প্রকাশ করি, যারা অনুসন্ধান করে এবং যথার্থ সময়ে তারা আমার নিকট থেকে গ্রহণ করে অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু তারা ছাড়া, যারা আমার প্রতিপক্ষ; যারা আমাকে অস্বীকার করে। না তারা জানতে পারে, এই পথ তাদের নিজস্ব স্বার্থেরই পরিপন্থী। আর এই জন্য, সম্পদ; এবং ধনীরা আমার হাতে, এবং আমি আদমের উত্তরসূরীদের সম্প্রদান করি তাদের যোগ্যতা অনুসারে। এই পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা, প্রজন্মদের রূপান্তর এবং পরিচালকদের পরিবর্তন; শুরু থেকেই আমার দ্বারা নির্ধারিত।

অধ্যায় ৪

আমি আমার অধিকার, অন্য কোনো ঈশ্বরকে দেই নি। একমাত্র আমিই চারটি পদার্থ, চারটি সময় এবং চারটি দিক সৃষ্টি করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত, কারন তারা আমার সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহুদি, খ্রিস্টিয়ান এবং মুসলিমদের বইগুলো এবং তারা ছাড়া যারা তাদের মতো, একটি অর্থে গ্রহণ করবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার সংবিধান গ্রহণে সম্মত হতে একমত থাকবে। যাই হোক, যা কিছু আমার বিরুদ্ধে যায়, তা তারা পরিবর্তন করেছে; সেগুলো গ্রহণ করবে না। তিনটি বিষয় আমার বিরুদ্ধে যায় এবং তিনটি বিষয় আমি ঘৃণা করি। কিন্তু যারা আমার গোপনীয়তাগুলো

রক্ষা করতে পারে, তারা গ্রহণ করবে আমার প্রতিশ্রুতির পূর্ণাঙ্গরূপ। যারা আমার নিমিত্তে কষ্ট সহ্য করে, আমি অবশ্যই তাদের পুরস্কৃত করবো অন্যজগতে। আমার ইচ্ছা এই যে আমার সকল অনুসারীরা একতার বন্ধনে একত্রিত থাকবে। কারন অন্যরা যেনো পেছনে প্রভাবশালী হতে না পারে। এখন, যারা আমার প্রত্যাদেশ এবং আমার শিক্ষা মান্য করে, আমি ভিন্ন অন্য সমস্ত শিক্ষা এবং বক্তব্য তারা প্রত্যাখ্যান করবে। আমি আমার শিক্ষা অন্য কাউকে দেই নি, না তারা আমার চেয়ে বেশী অগ্রসর হতে পারবে। আমার নাম উচ্চারণ করবে না, না আমার বিশেষণ। পাছে তারা দুঃখপ্রকাশ করে, কারন তারা জানেনা সামনে কি হতে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৫

যারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা আমার প্রতীক এবং আমার প্রতিকৃতিকে সম্মান করবে, কারন তারা তোমাদের আমাকে মনে করিয়ে দেবে। আমার আইন এবং সংবিধান পালন করবে। আমার অনুগতদের মান্য করবে এবং গোপন বিষয়ে তারা তোমাদের যে নির্দেশ দিবে তা শুনবে। যা কিছু নির্দেশিত, গ্রহণ করবে এবং বহন করে বেড়াবে। তাদের মতো না, যারা পূর্বেই বেড়িয়ে গেছে; ইহুদি, খ্রিস্টিয়ান, মুসলিম এবং অন্যরা, কারন তারা জানেনা আমার শিক্ষার প্রকৃতি। তোমাদের গ্রন্থগুলো তাদের দিবে না, পাছে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তারা তাদের পরিবর্তন করে নিবে। তাদের বৃহত্তর অংশকে হৃদয় থেকে শিক্ষা দাও, যেনো তারা পরিবর্তিত হতে পারে।

২ টি প্রার্থনা

প্রধান প্রার্থনা

আমেন। আমেন, আমেন!
শামস-আদ-দিনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে,
ফাহর-আদ-দিন, নাসির-আদ-দিন,
সাজাদ-আদ-দিন, শেখ হাসান,
শেখ বকর, কাদির আর রাহমান।
প্রভু, তোমার কৌশল কল্যাণময়; তোমার কৌশল করুণাময়;
তোমার কৌশল ঈশ্বর, রাজা এবং ভূমিদের রাজা।
আনন্দ এবং সুখের রাজা।
অনন্তকাল থেকে তোমার কৌশল শাশ্বত।
তোমার কৌশল সৌভাগ্যের আসন এবং জীবন।
তোমার কৌশল প্রভু, অনুগ্রহ এবং সৌভাগ্যের।
তোমার কৌশল জ্বিন এবং মানবজাতির রাজা,
পবিত্র মানুষদের রাজা,
আতঙ্ক এবং প্রশংসার প্রভু,
ধর্মীয় কর্তব্য এবং প্রশংসার আবাস,
প্রশংসা এবং ধন্যবাদে সুযোগ্য।
প্রভু, ভ্রমনের প্রতিপালক,
চন্দ্র এবং অন্ধকারের সার্বভৌম,

সূর্য এবং আগুনের ঈশ্বর,
মহান সিংহাসনের ঈশ্বর,
শুভত্বের প্রভু।
প্রভু! কেউ জানে না কেমন তোমার কৌশল,
তোমার কোনো রূপ নেই; তোমার কোনো উচ্চতা নেই।
তোমার কোনো সমুখ নেই; তোমার কোনো সংখ্যা নেই।
প্রভু! রাজা এবং ভিখারিদের বিচারক,
সমাজ এবং পৃথিবীর বিচারক,
তুমি আদমের অনুশোচনা গ্রহণ করেছিলে।
প্রভু, তোমার কোনো আবাস নেই; তোমার কোনো সম্পদ নেই;
তোমার কোনো পাখা নেই; তোমার কোনো পালক নেই;
তোমার কোনো কণ্ঠ নেই; তোমার কোনো রঙ নেই।
তুমি আমাদের ভাগ্যবান এবং সন্তুষ্ট বানিয়েছো।
তুমি তৈরি করেছিলে যিশু এবং মেরী।
প্রভু, তোমার কৌশল কল্যাণময়,
করুণাময়, বিশ্বস্ত।
তোমার কৌশল প্রভু; আমি অনস্তিত্বশীল।
আমি একজন পতিত পাতক,
একজন পাতক তোমাকে স্মরন করছে।
তুমি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে চালিত করো।
প্রভু! আমার পাপ এবং আমার ভুল,
তাদের নিয়ে নাও এবং তাদের অপসারন করো।
হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, আমেন!

শেখ আদির স্তবগান

সত্য বিষয় ঘিরে আমার অন্তর্দৃষ্টি,
এবং আমার সত্য আমার সাথে মিশে আছে।
এবং আমার অবতরণের সত্য নিজেই স্থাপিত হয়েছে।
এবং যখন এটা প্রকাশিত হয়েছে, এটা পুরোপুরি আমার হয়েছে।
এই মহাবিশ্বে যারা আছে সবাই আমার অধীনে।
এবং সমস্ত বাসযোগ্য অংশ এবং মরুভূমি,
এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে আমার অধীনে।
এবং আমিই ক্ষমতাসীন শক্তি, সমস্ত যা পূর্ববর্তী বিদ্যমান।
এবং আমিই সে যে বলি সত্য বচন।
এবং আমিই একমাত্র বিচারক, এবং এই জগতের অধিপতি।
এবং আমিই সে যার গৌরবে লোকে আরাধনা করে।
আমার নিকট আস এবং আমার পদে চুম্বন করো।
এবং আমিই সে যে বেহেশতোকে পৌঁছে দিয়েছি তার উচ্চতায়।
এবং আমিই সে যে শুরুতে কেঁদেছিলাম।
এবং আমিই শেখ, এক এবং একমাত্র।
এবং আমিই সে যে সমস্ত বিষয়ের প্রকাশ।
এবং আমিই সে যার জন্য সুসংবাদদাতা বই এসেছে,
আমার প্রভুর কাছ থেকে, যে পাহাড়ও পুড়িয়ে ফেলে।
এবং আমিই সে যার নিকট সমস্ত সৃষ্ট মানুষ এসে,
আনুগত্যের জন্য আমার পদে চুম্বন করে।
আমি এনেছি নবযৌবনের প্রথম রসের ফল,
আমার উপস্থিতির মাধ্যমে; এবং আমার শিষ্যরা আমার নিকট আসো।

এবং ভোরের অন্ধকার সরে গিয়ে আলোকিত হবার পূর্বে।
আমি তাকে পথপ্রদর্শন করি যে জিজ্ঞাসা করে।
এবং আমিই সে যে আদমের বেহেশতে বাস করার কারন।
এবং নিমরোদের বাস গরম জ্বলন্ত আগুনে।
এবং আমিই সে যে একমাত্র আহমদকে পথপ্রদর্শন করি।
এবং তাকে রাখি আমার পথ এবং পদ্ধতিতে।
এবং আমিই সে যার নিকট সমস্ত সৃষ্টি
আমার শুভ উদ্দেশ্য এবং উপহারের জন্য আসে।
এবং আমিই সে যে ভ্রমণ করেছি সমস্ত উচ্চতায়,
এবং শুভত্ব এবং উদারতা আমার কৃপাজাত।
এবং আমিই সে যে সমস্ত হৃদয়ে তৈরি করি আমার অভিপ্রায়ের ভয়,
এবং তারা আমার ক্ষমতা বিবর্ধিত করে এবং আমার মহিমায় ভীত হয়।
এবং আমিই সে যে ধ্বংস করি ধেয়ে আসা সিংহ,
তার গর্জন, এবং আমি তার বিরুদ্ধে চিৎকার করি এবং সে পাথরে পরিণত হয়।
এবং আমিই সে যার কাছে সাপ আসে,
এবং আমার ইচ্ছায় আমি তাকে পরিণত করি ধূলায়।
এবং আমিই সে যে পাথরকে তাড়িত করি এবং তাকে কম্পিত করি,
এবং তাকে সহসাই বিদীর্ণ করে, তার পাশ থেকে মিষ্টি জল বের করে আনি।
এবং আমিই সে যে নির্দিষ্ট সত্য নিচে প্রেরণ করি।
আমার কাছ থেকে আসা বই নির্যাতিতদের প্রশান্তি দিয়েছিলো।

এবং আমিই সে যে যোগ্য বিচার করি;
এবং আমি বিচার করি এটা আমার অধিকার।
এবং আমিই সে যে জলদানের জন্য ঝর্ণা বানাই,
সমস্ত জল থেকে মিষ্ট এবং স্নিগ্ধ।
এবং আমিই সে যার দয়ার কারনে এটা আবির্ভূত হয়,
এবং আমার ক্ষমতা বলে, আমি এটাকে বিশুদ্ধ হতে বলি।
এবং আমিই সে যাকে বেহেশতের প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন,
তুমি দক্ষ বিচারক, এবং এই জগতের শাসক।
এবং আমিই সে যে প্রকাশ করি অলৌকিক বিষয়।
এবং আমার কিছু গুণাবলী প্রতিভাসিত হয় যা কিছু বিদ্যমান তাতে।
এবং আমিই সে যার কারনে পাহাড়েরা প্রণাম করে,
আমার নিচে আমার জন্য, এবং আমার ইচ্ছায়।
এবং আমিই সে যার ভয়াবহ মহিমার পূর্বে পশুরাও কাঁদত;
তারা আমার আরাধনায় মগ্ন হয়, এবং আমার পদে চুম্বন করে।
এবং আমি আদি আশ-শামি, মুসাফিরের পুত্র।
নিশ্চয়ই সমস্ত দয়ালুরা আমার নামে নির্ধারিত হয়,
স্বর্গীয় রাজত্ব, এবং তার আসন, এবং সাত জন, এবং পৃথিবী।
আমার জ্ঞানের গোপনে আছে, কোনো ঈশ্বর নেই আমি ছাড়া।
এইসব বিষয় আমার ক্ষমতার অনুবর্তী।
এবং কোন অবস্থার কারনে তোমরা আমার নির্দেশিত পথ অস্বীকার করো।
হে মানব! আমাকে অস্বীকার করো না, কিন্তু সমর্পণ করো।
বিচারের দিনে তুমি খুশি হবে আমার সাথে মিলিত হয়ে।
যে আমার ভালোবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে আমি তাকে নিক্ষিপ্ত করি
বেহেশতের মধ্যখানে আমার ইচ্ছা এবং আনন্দের সাথে।

কিন্তু যে আমার প্রতি অমনোযোগী হয়ে মৃত্যুবরণ করে,
নিক্ষেপ করা হবে যন্ত্রণা এবং পরিতাপের শাস্তিতে।
আমি বলছি, আমিই একমাত্র এবং সমুচ্চ গৌরবান্বিত।
আমি সৃষ্টি করি এবং যাকে ইচ্ছা করি তাকে ধনী বানাই।
আমার প্রতি স্তুতি করো, এবং সমস্ত বিষয়েরা আমার ইচ্ছার অধীন।
এবং এই মহাবিশ্ব আমার কিছু উপহারের কারনে আলোকিত।
আমিই সেই রাজা, যিনি নিজেকেই মহিমান্বিত করেন।
এবং সমস্ত সৃষ্টির সম্পদ আমার আদেশ।
আমি তোমাদের কাছে পরিচিত করছি, হে লোকেরা, আমার কিছু পথ,
যে আমার জন্য পৃথিবী পরিত্যাগ করার ইচ্ছা রাখে।
এবং আমি অবশ্যই সত্য বচন বলি।
এবং অতিউচ্চের বাগান তার জন্য যে আমাকে আনন্দিত করবে।
আমি সত্য অন্বেষা করেছি, এবং সত্যের প্রতিপাদকে পরিণত হয়েছি।
এবং এই সত্যের মতো তারাও আমার মতো সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারবে।

পাদটীকা ও সহায়িকা

মালিক তাউস ইয়াজিদিদের সর্বোচ্চ ঈশ্বরের নাম মালিক তাউস। ইয়াজিদিরা তার আরাধনা করে ময়ূররূপে। তার আরেক নাম আযাযেল। ইহুদী, খ্রিস্টিয়ান এবং মুসলিম লোককথা অনুযায়ী ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্যকারী দেবদূত বা ফেরেশতার নাম আজাজিল। সে আদমকে পাপ করতে প্ররোচিত করে বিধায় ঈশ্বর তাকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন। তারপর সে শয়তানের সাক্ষাৎ প্রকাশ হিসেবে মানবজাতিকে স্থায়ীভাবে পথভ্রষ্ট করার দ্বায়িত্ব নেয়। নামের মিল থাকায় ইহুদী, খ্রিস্টিয়ান এবং মুসলিমরা ইয়াজিদিদের শয়তানের উপাসক মনে করে। গবেষকদের মতে, আযাযেল শব্দের উৎপত্তি আরবি 'আযিয' এবং হিব্রু 'এল' শব্দের সমন্বয়ে। আযিয শব্দের অর্থ 'ক্ষমতা ও গৌরব' এবং এল শব্দের অর্থ 'প্রভু'। অর্থাৎ প্রভুর ক্ষমতা ও গৌরব। তবে ইয়াজিদিরা সাধারণত ঈশ্বরকে আযাযেল বা মালিক তাউস কোনো নামেই ডাকতে চায় না। তারা ঈশ্বরের উপর কোনো গুণ ও আরোপ করতে চায় না। ঈশ্বরকে তারা মালিক বা প্রভু ডাকে।

শেখ আদি বিন মুসাফির ইয়াজিদি ধর্মের প্রবক্তা। জন্ম ৪৬৭ হিজরি সন মোতাবেক ১০৭২ যিশুসনে বর্তমান লেবাননের বেক্কা উপত্যকায়। মৃত্যু ৫৫৭ হিজরি সন মোতাবেক ১১৬২ যিশুসনে। জীবনের অধিকাংশ সময় বাগদাদে অতিবাহিত করেন। সূফিবাদে একনিষ্ঠ এই সাধক হাসান আল বসরি, আব্দুল কাদের জিলানি, মনসুর আল হাল্লাজ, ইমাম আল গাজ্জালি প্রমুখ সূফি দ্বারা প্রভাবিত হন এবং জীবনের শেষ সময়ে কুর্দিস্তানের লালিশ পর্বতে বাস করতে থাকেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এখনও তার কবর সেখানে আছে এবং ইয়াজিদিদের মতে শেখ আদির কবর পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র জায়গা, শেখ আদির কবরের মাটি পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র মাটি। ইয়াজিদিরা তাকে মালিক তাউসের পুনর্জন্ম বলে মনে করে।

লালিশ পর্বত ইরাকের কুর্দিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত পর্বতশ্রেণী। ইয়াজিদিদের মূল আবাসস্থল এই পর্বতশ্রেণীর আশপাশ জুড়েই। ইয়াজিদিদের নিকট এই পাহাড় পবিত্র। এর অপর নাম কালো পাহাড়।

শেথ কোরআন অনুযায়ী আদমের অন্যতম পুত্র হযরত শীষ।

নোয়াহ কোরআন অনুযায়ী হযরত নুহ।

এনোখ বাইবেল অনুযায়ী হনোক, কোরআন অনুযায়ী হযরত ইদ্রিস।

নিসরোখ প্রাচীন আশিরিয়ার কৃষি দেবতা।

কামুশ প্রাচীন মিশরীয় ফারাও। তিনি সপ্তদশ রাজবংশের শেষ ফারাও। তার রাজত্বকাল ১৫৫৫ থেকে ১৫৫০ যিশুপূর্বসন।

শাপুর, প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রাচীন ইরানের দুইজন সাসানিয় সম্রাট। প্রথমজন আরদাশির পুত্র শাপুর, রাজত্বকাল ২৪০ থেকে ২৭০ যিশুসন। দ্বিতীয়জন আদুর নার্সেহ পুত্র শাপুর, রাজত্বকাল ৩০৯ থেকে ৩৭০ যিশুসন।

আরতামিস প্রাচীন গ্রীক দেবী আরতেমিস। তিনি কুমারীত্ব, শিশুজন্ম, বন্যতা, বন্যপ্রাণী এবং শিকারের দেবী।

আহাব প্রাচীন ইসরায়েল রাজ্যের সপ্তম রাজা। রাজত্বকাল ৮৮৫ থেকে ৮৫০ যিশুপূর্বসন।

বেলজেবাব ইহুদী ঐতিহ্য অনুযায়ী শয়তানের অপর নাম। ক্যাথলিক খ্রিস্টিয়ান ঐতিহ্য অনুযায়ী নরকের সাত যুবরাজের একজন। ইয়াজিদিদের নিকট পির বাব বলে পরিচিত।

এগ্রিকুলাস গ্নেউস জুলিয়াস এগ্রিকুলাস, রোমান সেনাপতি। জন্ম- ৪০ যিশুসন, মৃত্যু- ৯৩ যিশুসন।

কনস্ট্যান্টিপোল ঐতিহ্যবাহী শহর। বর্তমানে ইস্তানবুল নামে তুরস্কের বৃহত্তম শহর। প্রাচীন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য এবং অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। শহর হিসেবে গোড়াপত্তন হয় ৩৩০ যিশুসনে।

বাখত নাসের ব্যবিলনের ক্যালডিয় সম্রাট, নেবুখাদ নেজার। রাজত্বকাল ৬০৫ থেকে ৫৬২ যিশুপূর্বসন।

আহুর পারসিক ধর্মের সরবোচ্চ ঈশ্বর আহুর মাজদা। প্রাক-ইসলাম যুগে প্রাচীন ইরানের রাজধর্ম ছিলো পারসিক ধর্ম।

নওমি ইয়াজিদি ধর্মমতে নোয়াহ (নুহ) এর চতুর্থ সন্তান, হাম, শাম, যাফেথ এর পাশাপাশি। গবেষকদের মতে শাম বা যাফেথ এর অন্য নাম। ইয়াজিদিরা তাকে ডাকে মালিক মিরন অর্থাৎ মির দের রাজা।

হাম নোয়াহের অবাধ্য পুত্র।

মসুল বর্তমান ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

আইন সিফনি ইয়াজিদি অধুষ্যিত জেলা। বর্তমানে ইরাকের কুর্দিস্তানের দহুক প্রদেশের অন্তর্গত।

সিনজার পর্বত সিনজার জেলায় অবস্থিত পর্বত। ইয়াজিদিদের নিকট পবিত্র।

পারাসাং প্রাচীন ইরানীয় দুরুত্ব পরিমাপের একক। বর্তমানে ফারসি ভাষায় এর অপভ্রংশ ফারসাখ। ১ পারাসাং = ১০ কি. মি. প্রায়।

জুদি পর্বত তুর্কী কুর্দিস্তানের শিরনাক প্রদেশে অবস্থিত পর্বতশ্রেণী। নোয়াহের জাহাজ এই পর্বতে এসে থেমেছিলো বলে, বাইবেল এবং কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। ইয়াজিদিদের দ্বিতীয় জলযানটিও এই পর্বতে এসে থেমেছিলো বলে ইয়াজিদি জনশ্রুতি আছে।

সিনজার ইরাকের নিনেভে প্রদেশে অবস্থিত ইয়াজিদি অধুষ্যিত জেলা।

আলেপ্পো বর্তমান সিরিয়ার সবচেয়ে জনবহুল শহর। আলেপ্পো প্রদেশের রাজধানী।

সুম্মাক আরবি শব্দ। আক্ষরিক অর্থ- লাল। তবে ৩৫ টি গুল্মজাতীয় উদ্ভিদকে একত্রে সুম্মাক বলা হয়। তেল, সুগন্ধী, ঔষধ এবং রঙ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মূলত মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় উৎপাদিত হয়।

বাহাজানিয়ে গ্রাম বর্তমানে বাহজানি শহর। ইরাকের নিনেভে প্রদেশে অবস্থিত।

হালাতানিয়ে বর্তমানে হালাতিয়া নামে তুরস্কের দিয়ারবাকির প্রদেশে অবস্থিত শহর।

সারস্লিয়ে অর্থাৎ বছরের প্রথম দিন।

ইয়াজিদ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া। উমাইয়া রাজবংশের দ্বিতীয় খলিফা। রাজত্বকাল ৬৮০ থেকে ৬৮৩ যিশুসন।

মুয়াবিয়া মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান। উমাইয়া রাজবংশের প্রথম খলিফা। রাজত্বকাল ৬৬১ থেকে ৬৮০ যিশুসন।

ইশমাইলিয় ইব্রাহিম পুত্র ইশমাইল এর বংশধর।

শাহিদ বিন জের ইয়াজিদি লোককথা অনুযায়ী আদমের অন্যতম সন্তান। কুর্দি 'জের' শব্দের অর্থ পাত্র। অর্থাৎ আদমের যে সন্তানকে পাত্রে পাওয়া গিয়েছিলো। ইয়াজিদিদের মতে আদম পুত্র শাহিদ বিন জের থেকে ইয়াজিদি বংশের সূত্রপাত।

কাওয়াল ইয়াজিদি বর্ণ।

চাক ইয়াজিদি বর্ণ।

সহায়িকা

www.yeziditruth.org
www.yezidisinternational.org
www.wikipedia.org

ইয়াজিদি ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ

ইয়াজিদিরা পৃথিবীর অন্যতম নির্যাতিত ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। এরা মূলত কুর্দি ভাষাভাষী। ইরাকের কুর্দিস্তানে এদের বৃহদাংশের বাস হলেও তুরস্ক এবং সিরিয়ার কুর্দিস্তানেও তাদের আবাস রয়েছে। কুর্দিস্তানের বাইরে জার্মানি, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, রাশিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইয়াজিদির বাস রয়েছে।

সম্প্রতি এরা আবার আলোচনায় আসে ‘ইসলামিক স্টেট’ এর গণহত্যার কারনে। গণহত্যার কারন ‘ইসলামিক স্টেট’এর বিচারে এরা শয়তানের উপাসক।

আবেদিন পুশকিন এই ইবুকে তুলে এনেছেন ইয়াজিদি ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ এবং তাদের জীবন যাপনের রূপরেখা; সম্ভবত বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম এধরণের রচনা।

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com